দৈনিক বাংলা

তারিখ ...20/1/0/83...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

প্রধান সামরিক আইন পশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ গতকাল 'শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কম্পিউটার ব্যবস্থা' উদ্বোধন করেন

*শিক্ষার মানউন্নয়ন দরকার ঃ এরশাদ*

# প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ৮০ শতাংশ ছাত্রই পড়াশুনা ছেড়ে দেয়

004

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ শিক্ষক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্যে সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি গতকাল ঢাকায় বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর কম্পিউটারের মাধ্যমে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

তিনি বলেন, সরকার সকল পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এর গুণগত মানোন্নয়ন এবং ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনেও বিশেষ আগ্রহী। সরকার ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জেনারেল এরশাদ দৃঢ় আশা ব্যক্ত করে বলেন, সরকারের এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণে কম্পিউটারের ব্যবহার সময় ও সম্পদের অপচয় রোধে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেন, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ

(৫-এর পৃঃ ৩—এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 20/1/0/83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

005

# প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

যোগ্য বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা প্রায় এক কোটি ২৫ লাখ। এরমধ্যে প্রায় ৩৯ লাখ ছেলেমেয়ে মোটেই স্কুলে যায় না। যারা স্কুলে যায় তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে কিংবা ড্রপ-আউট হয়।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে জেনারেল এরশাদ বলেন, এই পরিস্থিতি রোধকল্পে আমাদের আশু প্রয়োজন বাস্তবধর্মী ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ। সরকার এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন এবং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

জেনারেল এরশাদ বলেন, সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার ব্যাপারে শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়ার প্রতি অধিকতর মনোযোগী করে তোলার জন্যে অভিভাবকদের দায়িত্ব সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জেনারেল এরশাদ বলেন, ছেলেমেয়েরা যাতে নিয়মিত স্কুলে যায় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যকাল সম্পন্ন করে সেদিকে অভিভাবকদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ দায়িত্ব অভিভাবকদের।

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও এর সুফলের জন্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রশাসন ও স্থানীয় জনগনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ এবং সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর কোন প্রকার বৈদেশিক সাহায্য বা বিশেষজ্ঞ ছাড়াই নিজস্ব প্রচেষ্টায় এই কম্পিউটার সংস্থাপনকে জেনারেল এরশাদ একটি আশাব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন—এটা আমাদের জন্যে একটি আনন্দের বিষয় যে, দেশের প্রায় সাড়ে ১২ হাজার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা সম্পর্কিত তথ্য এবং এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত প্রায় দেড় লাখ শিক্ষকের জীবনবৃত্তান্ত, তাদের বেতন বাবদ সরকারের দেয় মঞ্জুরির মাসিক পে-অর্ডার ও পে-স্লিপ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এই কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এরফলে দেশের ১০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় সোয়া কোটি লোক যারা ছাত্র শিক্ষক হিসাবে এবং প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত—তাদের সামগ্রিক তথ্য সংকলন, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া সহজতর ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খানও বক্তব্য রাখেন। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন কর্মকর্তাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী তার স্বাগত ভাষণে বলেন, কম্পিউটারের মাধ্যমে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন—শিক্ষাক্ষেত্রের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, এই কম্পিউটার ব্যবস্থায় দেশের দু লাখ বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক-কর্মচারী এবং এক লাখ ৮৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের মাসিক বেতন প্রদানেই শুধু সাহায্য করবে না, গোটা শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনারও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হবে। শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা হবে অধিকতর সুসংগঠিত।

কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু হলে অনেক কর্মচারী চাকরীচ্যুত হবে বলে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা খন্ডন করে মন্ত্রী বলেন, এ ব্যবস্থাধীনে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা আরও বাড়বে।